রাঙামাটি

একটা ভ্রমণ কাহিনি

ইমরুল হাসান

রাঙামাটি

(একটা ভ্রমণ কাহিনি)

ইমরুল হাসান

(লেখার সময়: অগাস্ট - ডিসেম্বর, ২০০৬)

রাঙামাটি: ইবুক এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ

দুই হাজার ছয় সালে লিখছিলাম এই কবিতাগুলি। খুব প্ল্যান কইরা যে লেখা হইছিল তা না; বরং লিখতে লিখতেই মনে হইছিল একসাথে রাখলে তো একটা কাহিনি তৈরি হইতে পারে! লিখার পরে পইড়াই ছিলো অনেকদিন। তারপরে দুই হাজার নয় সালে বিডিনিউজটুয়েন্টিফোরডটকম এর আর্টস পেইজের এডিটর ব্রাত্য রাইসু ওইখানে আপলোড করছিলেন কবিতাগুলি। দুই হাজার বারো'তে শফিক শাহিনের দুয়েন্দে পাবলিকেশনস থিকা কফি-টেবিল-বুক হিসাবে ছাপানো হইছিল শ'খানেক কপি এবং দুই হাজার তেরো সালে বাকী বিল্লাহ্'র হেল্প নিয়া কাঠপেন্সিল প্রকাশনী থিকাও ছাপানো হইছিল কয়েক'শ কপি। দুইটা বইয়ের কোনটাই এখন বইয়ের দোকানে পাওয়া যায় না মনে হয়। কিন্তু তাই বইলা বই ছাপানোটারে আজাইরা কাজ বইলা

সেইসব জায়গাতেও বইটা অ্যাভেইলেবল রাখতে পারলে ভালো, এইরকম একটা চিন্তা থিকাই ইবুক এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরি করা। টেকনিক্যালি এই কাজটারে পসিবল করছেন রক মনু। বুক ডিজাইন এবং অ্যাপ উনি বানাইয়া দিছেন। এই বইটার জন্য একটা গদ্য লিখে দিছিলেন মানস চৌধুরী, দুই হাজার দশ সালে। এই সুযোগে, পাবলিকলি কৃতজ্ঞতা জানাই উনারে। আসলেই যে ঘুরতে গেছিলাম রাঙামাটি'তে, সেইটার প্রমাণ হিসাবে কয়েকটা ফ্যামিলি ফটোও রাখা হইছে, টেক্সটের সাথে।

বইটা নিয়া তেমন কিছু বলার নাই। এতদিন পরেও যে নিজের লেখা বইলা একসেপ্ট করা যাইতেছে, এইটাই তো অনেক!

ইহা, এপ্রিল ২০১৫

সূচী

বিপণীকেন্দ্র
আনারস ক্ষেত পার হয়ে
বাস থেকে নেমে
টিভি স্টার
বিকালবেলা
ছড়ানো ছড়ানো টিলা
ভান্তের দরবারে
সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি
রিজার্ভ বাজার
স্যাটায়ার
নিরবতা
ঝুলন্ত ব্রীজ
হ্রদের জলে সেটেলারের বোটে

উদ্ধারকর্তা
ঝর্ণার কাছে
ঝর্ণা
পেদা টিং টিং
হরতাল
মিলিটারি
বাসের টিকিট
ফিরে যাচ্ছি
পাহাড় থেকে দূরে
পাদটীকা
প্রথম স্মৃতি ও পুরানো গান

ইমরুল হাসান || ২০১৫

কল্পনা চাকমাকে

রাঙামাটি
একটা ভ্রমণ কাহিনি

বিপণীকেন্দ্র

পাহাড়ি মহিলাদের বিপণীকেন্দ্রে আমরা গিয়েছিলাম।

আমি, আমার বউ আর আমাদের মেয়ে।

তারা খুবই উৎসাহী, নানান পোশাক দেখায়।
আমরা হেঁটে হেঁটে ঘুরে ঘুরে সরল পোশাকগুলি দেখি

হ্যান্ডিক্রাফটস - উহাদের নাম।

আমার মেয়ের পোশাক কিনি, তামাটে লাল।

আমার বউ কথা বলে, ওরাও উত্তর দেয় একই ভাষায়
তারপরও নিজেদের পৃথক পর্যটক মনে হয়

তারাও হয়তো একই কথা ভাবে, খামোখাই।

কারণ আমরা তো ইউরোপিয়ান প্রতিনিধি নই,
আর ওরাও নয় শিক্ষানবিশ
মনোঃসমীক্ষণ কেন্দ্রে, পৃথিবীর।

আনারস ক্ষেত পার হয়ে

বাঁকগুলি মসৃণ
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উঠছে উপরে
আবার নামছে নিচে

পাহাড়ের সবুজ
ছায়া ও অন্ধকার ঘিরে
সরে যাচ্ছে পথ

লোম উঠা টিলাও সরছে
ওরা আনারসের ক্ষেত, কলার বাগান
জুম চাষ হয় বলে পড়ছিলাম
পাঠ্যপুস্তকে।

ক্রমশঃ উঁচুতে উঠছি আমরা
বিডিআর ক্যাম্প ছেড়ে;
নিচে, জল ঘেরা বাড়ি ঘর, দালান কোঠা...
ঐটাই রাঙামাটি
বলছিলাম, আনারস ক্ষেত পার হয়ে
পরস্পরকে আমরা।

বাস থেকে নেমে

বাস থেকে নামি।
বাসের ভিতর বসে থেকে
পাহাড় দেখতে দেখতে
পেয়ারা খেতে খেতে
এই এতদূর এসেছি, রাঙামাটিতে।

হাঁটু জড়োসড়ো বসে থাকা শেষ।

নিজ পায়ে দাঁড়ালাম, ভূ-মন্ডলে, পাকা রাস্তার উপর।

রিজার্ভ বাজারের আগে পড়েছি নেমে

দুপুর ১২ টার আগে।

বাস থেকে নেমে গিয়ে আমরা খুশি,

রাঙামাটিতে আসছি, তাইলে!

টিভি স্টার

একি!
বিজন প্রান্তরে এসে দেখি
টিভি স্টার কয়েকজন!

হেঁটে যায় আমাদেরই পাশ দিয়ে
আর তার সুগন্ধিতে ছুঁয়ে যায়
আমাদের মন

শ্যুটিং এর উদ্দেশ্যেই
তারা আসছেন এই নির্জন স্থানে
বললেন পর্যটন মোটেলের লোক

দুপুর রোদে হ্রদের কিনারে
রথ দেখে কলা বেচছেন তারা
আমরা দেখছি আজ চাক্ষুষ
বিনোদনমুখর, স্টারদের জীবন!

বিকালবেলা

এই যে বিকালবেলা, নরোম রোদের আলো
আমি আর শে পাশাপাশি হাঁটি
মনে হয় অন্য কোন অবয়ব, অন্য কোন সময়ের ভিতর
আমাদের এই হেঁটে যাওয়া; বিকালবেলার আলো
আরো নুয়ে আসে পথটির উপর, গাছেদের ছায়াগুলির
পাশে।

সেই পথ ধরে হেঁটে হেঁটে
আরো দূর রোদের আলোর খেলার সাথে
সরে যাচ্ছে আমাদের মেয়ে;

রাঙামাটির শান্ত, ছবির মতো পথটির উপর দিয়ে।

ছড়ানো ছড়ানো টিলা

ছড়ানো ছড়ানো টিলা, এই রাঙামাটি।

উঁচু নিচু পথ।

সমতলের মন ধাক্কা খায়
একটু একটু ভালোই লাগে

ল্যান্ডস্কেপ।

চেনা চেনাও লাগে হঠাৎ
একই বাজার ও বিনিময় প্রথার

ভিতরই তো এই শহর।

হয়ে উঠার প্রক্রিয়ায়

এইখানে ঢুকে পড়ছে সভ্যতা,

উন্নত হচ্ছে জনপদ।

রিজার্ভ বাজার ছাড়িয়ে

বনরূপা পর্যন্ত এক্সটেনশন হচ্ছে শহর।

ভান্তের দরবারে

ভান্তের বাড়িতে দাওয়াত নাই কারো আজ।

তবু ভীড়।

বুদ্ধের মূর্তির কাছে গিয়ে যে কেউ দাঁড়িয়ে পড়তে পারে

চোরাকাঁটা পায়ে নিয়ে আমিও তাই, দাঁড়িয়ে গেলাম।
ভক্তরা দেখছে আড়চোখে আমাকে
সোজা চোখে আমি তাকাই সামনে

দেখি স্বয়ং ভগবান। বসে আছেন।

স্থির দ্যোতনা ভক্তের।
অশুদ্ধ জীবনে শিখি নাই আমি
রীতি ও প্রণাম!

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাকি, দাঁড়াই শেষে এসে।
পানিতে নৌকা বাঁধা, বিকালবেলায়, ঘোলা জলে।

পানির ঐপারে টিলা, ছোট ছোট বাড়ি ঘর।
সূর্য ডুবে যাবে, তার আলো জলের ভিতর।

মলিন দিনের স্মৃতি, শেষ হয়ে যেতে চলেছে
চলো, উঠে আসো;
মাঠের চোরাকাঁটায় আর একটু হাঁটি।

রিজার্ভ বাজার

রিজার্ভ বাজারের ভীড়ে

আটকে আছে মন।

মানুষের চলাফেরা, বসে থাকা নিশ্চল

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামা পথ

নৌকার গলুই পর্যন্ত

নেমে দেখি, কত অজানারে!

এইরকম স্মৃতিও আছে

অনান্য রকমের মতো, যথা

পদলেহন

স্যাটায়ার

তোমার মুখ খুললেই বেদনা নিঃসৃত হয়
আর পালাই পালাই মনোভাব নিয়ে
জড়ো হন করুণ স্মৃতিমুখ

পাহাড়ে জঙ্গলে আসি
তুচ্ছ করি সেই প্রতিকৃতিসকল

যে জানে সে তো পগারপার
আমি কেবল ডুগডুগি বাজাই

অভিন্ন সমাজরেখায় দাঁড়াইয়া
দেখি, ভিন্নতাসমুহ
ইন্টার-অ্যাক্টিভ মিডিয়ার ভিতর
বিম্বিত হতে চলেছে

এই স্থান, দৃশ্যকল্প, প্রেক্ষাপট
এমন কি ভাবনাও

স্যাটায়ার মানে বেদনারূপ, মনোকষ্ট,

অব্যক্ততার।

নিরবতা

যেখান থেকে শুরু

সেখানেই ফেলে আসছি সমস্ত প্রয়াণ|

যা কিছু দেখেছি
যা কিছু দেখি নাই
ঝাপসা হচ্ছে তার বিবরণ

বর্ণনার ফাঁক গলে বেরিয়ে আসছে গর্তগুলি
অতিক্রমগুলি ফিরে পাচ্ছে নতুন নতুন অবয়ব
যেমন করে হ্রদের ভিতর ঢুকে গেছে রাজবাড়ি
আর দাঁড়িয়ে আছে ডিসির বাংলো জলের কিনারায়

এই দৃশ্যকল্পটাই কি সবচেয়ে বেশি মানানসই, প্রেক্ষাপটের সাথে?
এই সিম্বলটা-ই কি সবচেয়ে বেশি রিপ্রেজেন্টেটিভ?
নৃতত্ত্ব ও ইতিহাস আলোচনায়, রাঙামাটির?

উ চি মং কী বলবে অথবা কী বলতো কল্পনা চাকমা?
কী ই বা এখন বলছে তারা!

পাহাড় স্তব্ধ আর পানি নিশ্চল
নিরবতাই আমি শুনছি কেবল।

ঝুলন্ত ব্রীজ

ঝুলন্ত ব্রীজ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি।
হেঁটে যেতে যেতে মেয়ে'রে দেখাই,
দেখো, কাঠের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে জল, স্থির পানি।

অর্থাৎ কিনা আমরা হেঁটে যাচ্ছি পানির উপর দিয়া!

এই যুক্তি শুনে মেয়ে ভয় পেয়ে উঠলো কোলে।

একপাশে বিডিআর-এর বাংলো

আরেক টিলায় সেটেলারদের বেড়ার নতুন ঘর।

আমি ভাবছি, মানুষগুলি আজ গেলো কোথায়;
ওরা কি গেছে প্রাইমারি স্কুলে, শিখতে বাংলা অক্ষর?

হ্রদের জলে সেটেলারের বোটে

বোটে করে যাচ্ছি সকালবেলায়।

যাচ্ছি শুভলং এর ঝর্ণা দেখতে।

৩ ঘন্টার পথ, আমরা ৩ জন আরোহী।

বোট চালাচ্ছেন যিনি তার আদি নিবাস, নোয়াখালী
এই পেশায় নতুন তিনি, তাই
বাতসের টান বুঝতে অপারগ।

সেইটা আরো ভালোভাবে বোঝা গেল
যখন তার তেলের পাইপ জ্যাম হইলো,
মেশিন ছাড়া বোট তার এক টিলা থিকা
আরেক টিলায় টক্কর খাইতে লাগলো...

হ্রদের পানি ঠেলে ছোট্ট নৌকাটারে
শোঁ শোঁ বাতাস সকালের;
আর কত দূর নিয়া যাবে সে?

উদ্ধার-কর্তা

উদ্ধার-কর্তা মহান, কিন্তু সে নিতান্ত-ই কিশোর।

আমার বউ তারে ধন্যবাদ জানায়,
আমি দেই বেকুবের হাসি, মেয়েরে বলি,
‘আন্কেলকে টা টা দাও, গুডবাই বলো’।

ঝর্ণার কাছে

ঝর্ণার বুকে আছে ছোট্ট চায়ের দোকান।

পিপাসায় অথবা আনন্দে কারো গলা শুকাইয়া গেলে

সেইখানে পাওয়া যায়, মিনারেল ওয়াটার।

ইমরুল হাসান || ২০১৫

ঝর্ণা

ঝর্ণার পানির সে কি শব্দ!
সে কি ঠান্ডা এই জল!
কোনদিন ফুরাবে না যেন প্রপাত
চির অস্ফুট এই কোলাহল!

পেদা টিং টিং

এই রকম একটা মনোরম দ্বীপরাজ্যে এসে
আর কি চাই তোমার বলো?

লাঞ্চ শেষে তোলা হোক
একটি ফ্যামিলি ফটো!

হরতাল

হরতাল হয় রাঙামাটিতেও।

শুধুমাত্র ঢাকা আর রাঙামাটিতেই হরতাল হয় এখন।
এইখানে না আসলে বিশ্বাস করতাম না
এমন ভর দুপুরে রাস্তায় বাইর না হয়া পড়লে।

রোদ-গন্ধ দুপুরের ভিতর হাঁটতে হাঁটতে এই এতদূর

ফিরে যাওয়ার পথ খোলা নাই
হরতাল শেষ হলে, তারপর

এর আগে সমস্তই বন্ধ;
বন্ধ আজ বিপণীকেন্দ্রগুলি, তবলছড়ি বাজার

ফাঁকা রাস্তায় তিন চাকার সাইকেল চালাচ্ছে শিশু
তারপর একটা মিলিটারি জিপ ছুটে গেলো হঠাৎ।

হরতাল, হরতাল।

মিছিল নাই, পিকেটিং নাই
আছে গোপন-ভীতি, রেস্ট ডে'র ঝিমুনি
তপ্ত রোদের নিদান।

মিলিটারি

শালা, মিলিটারির দাপট কতো, দেখো!

মন কেন তুমি মিলিটারি হইলা না?
জিপ চালাইতা ফাঁকা রোড দিয়া
স্পীড বোটে যাইতা দূরে
পাহাড়ের চিপা দিয়া ক্যাম্প পরিদর্শনে!

আজ শুধুই দীর্ঘশ্বাস, ট্রাইবাল বেদনা চাপা, মনে।

রাঙামাটির পথে (নির্বাচিত অংশ)

মানস চৌধুরী।

...পার্বত্য চট্টগ্রাম আর এর অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ক্রমান্বয়ে উপরিভাগে পর্যটকীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ...অন্তঃস্থলে সম্পর্কটা সুগভীর নিয়ন্ত্রণ আর নির্যাতনের, এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাৎ করবার। অবশ্যই উন্নয়নের নামে, পুঁজিবাদের স্পষ্ট প্রক্রিয়ায়, আর সামরিক ব্যবস্থাপনায়। পর্যটকীয় সম্পর্কটাই বরং দেখা যায় সবসময়। পরম এক মমত্ববোধের খোলসে সেটা মোড়া, যেন আমাদের এই পর্যটন তাঁর অস্তিত্বের কারণ, যেন এই পর্যটকীয় চক্ষু চরিতার্থ করতেই তাঁরা আজন্ম, কাল থেকে কালান্তরে, ওখানে অপেক্ষা করে আছেন। এই পর্যটন, পর্যটায়ন, পর্যটকীকরণ পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে বৃহৎ-বঙ্গবাসী 'সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক' লোকজনের নৈমিত্তিক সম্পর্ক।

খোলসটা সেই কারণে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের মধ্যে অজস্র খোলস দরকার হয়ে পড়ছে।

ইমরুল হাসান খোলসটাকে পরিত্যাগ করেননি। বরং খোলসটাকে তিনি ধারণ করেছেন এক তীর্যক অনুভবে। সেই তীর্যকতা অপর জাতির সঙ্গে প্রবল জাতির সম্পর্কটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। খোলসটাকে তিনি পল্টান দেবার একটা উপায় বানিয়ে ফেলেছেন। ...খোলসটা তাই ইমরুলের বাছাই। একটা ঝলমলে চুমকি-লাগানো পর্যটক-সুলভ পোশাক। যেন আপন-স্পৃহার উৎসবে যাচ্ছেন অন্য পাঁচজনের মতোই। কিন্তু যেন চুমকিগুলো তিনি কফিনের কাপড়ে লাগিয়ে নিয়েছিলেন।

...তিনি ‘পর্যটনে’ যান। তাঁর স্ত্রী-কন্যারাও যান। কিন্তু খোদ পর্যটন ক্রিয়াটাকে গভীর এক ব্যঙ্গ করতে করতে তিনি বেড়াতে থাকেন। এক গভীর বেদনাবোধ সমেতও। সেই বেদনাটি তিনি বোধ করেছেন, কিংবা করেননি; কিন্তু তাঁর পংক্তিমালা পাঠে সেটি পাঠকমনে সংক্রমিত হতে থাকে। তখন তাঁর ‘পর্যটন’ অভিযাত্রা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর বমির কালে পার্বত্যবাসীদের নিয়ে তিনি ভাবেন। ভাবেন তাঁদের ক্রুদ্ধ অভিমান নিয়ে। পার্বত্যবাসীর, রাঙ্গামাটির ভূমিজ মানুষজনের সেই ক্রোধ, সেই অভিমান ইমরুলের বমির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।

বাসের টিকিট

কবে যাবো শহরে, চট্টগ্রামে?
যাইতে কী পারবো আজ?

জিজ্ঞাসা করলাম দোকানদারকে আবার।
কোক কিনলাম জবাব পাওয়ার আশায়।

তিনি ভদ্রলোক, জানাইলেন
ঢাকার বাসের খবর;
লাস্ট ট্রিপ তো যাবে অবশ্যই।

আর টিকেট কাউন্টারের লোকটা তো
সাক্ষাৎ ফেরেশতা

দিয়া দিলেন প্রথম দুইটা সিট

আমি তো গদগদ
কী যে করি!
ঠান্ডা পানির বোতল নিয়া আসি
বউ বাচ্চারে খবর দিই
চইলা যাইতে পারতেছি আজকেই

শুরু হয়া যাবে আবার গর্তের জীবন
দ্রুত ঢুকে যেতে পারবো চিন্তা আর দুর্ভাবনায়
অহমিকায়, নিজের।

ফিরে যাচ্ছি

ফিরে যাচ্ছি, আবার আসবো বলে।

এই যেমন, বিদুৎ কর্মকর্তার বউ উঠলেন, দুইজন বাচ্চাসহ বাপের বাড়ি কয়েকটা দিন থেকে আবার ফিরে আসবেন বলে।

জেলা মৎস্য অফিসারের তিনজন বন্ধু বউ-বাচ্চাসহ
ভেকেশন কাটিয়ে ফিরে চলেছেন;
তারাও আবার আসবেন কখনো সময় পেলে,
কথা দিলেন।

হিন্দু নব-দম্পতির হানিমুন হলো এই রাঙামাটিতেই
কী লাল বউটার কপালের সিঁদুর!
যদি তারা নাও আসেন কখনো, চিরকাল গল্প করবেন
এই ভ্রমণের;
বিয়েটা টিকে গেলে নাতি-নাতনিদেরও বলবেন হয়তো

কাঠের ব্যবসায়ী যিনি, উনারে তো আসতেই হয়
এক সপ্তাহ পর পর;
রাঙামাটি তো এখন উনার বাড়ি ঘরের মতোই।

শেষ বাসে আরো অনেকের সাথে আমরাও ফিরে চলছি।

সূর্য ডুবে গেছে।

বৃষ্টি হচ্ছে একটু একটু।

পথ ভিজে যাচ্ছে।

অনেক হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত আমদের মেয়েটা এখন

তার মায়ের কোলে ঘুমাচ্ছে।

জেগে উঠে শে কি বুঝবে কোনদিন, তার কি মনে থাকবে

শেও এসেছিল রাঙামাটিতে একদিন;

দেখেছিল পাহাড়, উঁচু নিচু পথ

গ্লানিময় জলের ছোট্ট শহর!

পাহাড় থেকে দূরে

বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে পথ
এলোমেলো হচ্ছে ভাবনারা
ভ্রমণবিলাসী ডানা, আসছে গুটিয়ে

বাস ছুটছে দ্রুত, সন্ধ্যা নামার আগে
পৌঁছাতে হবে শহরে
যেখানে জ্বলছে বাতিগুলি, ত্রস্ততায়

পাহাড় থেকে দূরে
পাহাড় জেগে উঠছে
আমাদের মনে

রাবার বাগান
হাটহাজারী পার হয়ে

পাদটীকা

সন্ধ্যার অতিথি যিনি, বংশীবাদক
তারে কেন অগ্রাহ্য করি
বলছি যতোই খুঁটিনাটি
ততই হাঁসফাঁস করছে ক্রম

কেন আর তারেও যুক্ত করি
এই যে বর্ণনা-কাহিনি
তা তো উদ্দেশ্য প্রণোদিত
কাহিনির আড়াল আছে
আছে সত্য ও প্রবাহমান সংশয়

ব্যক্তির মূলে যে অস্থাবর বোধ
তার ক্রিয়াকলাপ

স্বচ্ছ পানির নিচে
লতা-গুল্মের বেড়ে উঠার স্মৃতি
ধরে ফেলে আমারে তারপরও
বলে, ঐ যে আমরা গিয়েছিলাম না!
রাঙামাটি!!

প্রথম স্মৃতি ও পুরানো গান

শেষ বাসে বমি করতে করতে আমি প্রথম নেমেছিলাম

সন্ধ্যাবেলায়।

তারপর একবার বিকালবেলা হোন্ডা চেপে

রিজার্ভ বাজার।

ফিরে এসে গেয়েছিলাম চাকমা গান

সম্মিলিত কণ্ঠে

কিংবা যাওয়ার আগেই

আসলে আমরা তো সবসময় অভ্যাস করি
রিপ্রেজেন্ট করার অধিকার
বর্ণনা সম্ভব বিষয়ের ভিতর বন্ধুত্বে ও অব্যক্ততায়
ক্রুরতা জারি থাকে তখন
যথা, সান্ধ্য-আইন।

ইমরুল হাসান|| জন্ম:১৯৭৫||

কবিতার বই:

ঋতুচিহ্নগুলি (১৯৯৮)|

কালিকাপ্রসাদে গেলে আমি যা যা দেখতে পাবো (২০০৫)|

অশ্বত্থ বটের কাছে এসে (২০১০)|

তোমার কথাগুলি আমি অনুবাদ করে দিতে চাই (২০১১)|

রাঙামাটি (২০১২)|

বসন্ত ১৪১৯ (২০১৩)|

স্বপ্নের ভিতর (২০১৪)|